নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন

জোয়েল আই ক্লাইন
চ্যান্সেলর

আন্দ্রেস এলোনসো
ডেপুটি চ্যান্সেলর, টিচিং অ্যান্ড লার্নিং

পিতামাতাদের অধিকার ও কর্তব্যের সনদ

অগাস্ট ২০০৬

জুডিথ কে. ডিন, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর
অফিস অব প্যারেন্ট এনগেজমেন্ট
নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন
49 Chambers Street, Room 503
New York, NY 10007

212-374-2323 ☎
212-374-0076 (ফ্যাক্স)

নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন স্বীকার করে যে পিতামাতারাই হলেন তাদের সন্তানদের প্রথম শিক্ষক। প্রতিটি শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনাকে সবচেয়ে ভালোভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব গৃহ আর স্কুলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় অংশীদার হিশেবে তাদের পিতামাতা, আইনানুগ নিযুক্ত অভিভাবক ও তাদের সাথে পিতামাতাসুলভ সম্পর্কে আবদ্ধ সবার কিছু কিছু অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে।

সব পিতামাতার নিম্নলিখিত অধিকার রয়েছে:

সন্তানদের বিনা বেতনে সরকারি স্কুলে লেখাপড়া করার অধিকার।

সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক লেখাপড়া করার সুযোগ তাদের একটি নিশ্চিত মৌলিক অধিকার।

পিতামাতাদের অধিকার আছে:

১. সন্তানের জন্মস্থান বিবেচনা ব্যতিরেকে কিন্ডারগার্টেন থেকে ২১ বছর পর্যন্ত কিংবা হাই স্কুল শিক্ষা সমাপ্তি- এ দুটির যেটি আগে হবে, সে পর্যন্ত সরকারি স্কুলে অবৈতনিক লেখাপড়া করার আইন স্বীকৃত সুযোগ লাভ করার।

২. সন্তান প্রতিবন্ধী হলে তার মূল্যায়ন পাওয়ার এবং যদি সে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাসম্পন্ন বলে বিবেচিত হয়, তাহলে প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী ৩ বছর থেকে ২১ বছর পর্যন্ত বিনা খরচে যথোপযুক্ত লেখাপড়ার সুযোগ লাভ করার।

৩. যদি সন্তান ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী হয়, তাহলে আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী প্রযোজ্য লেখাপড়ার সুযোগ লাভ করার।

৪. ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন এবং চ্যান্সেলরের সংশ্লিষ্ট প্রবিধান অনুযায়ী গৃহীত স্কুল বর্ষপঞ্জী অনুসারে তাদের সন্তানের শিক্ষা নির্দেশনা কর্মসূচিতে পূর্ণ অংশ নেয়ার সুযোগ লাভের।

৫. সন্তানদের জন্য একটি বৈষম্য, হয়রানি, ধর্মান্ধতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত এবং নিরাপদ ও সহায়তামূলক পরিবেশে শিক্ষার সুযোগ লাভ করার।

৬. ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশনের *শিক্ষার্থীদের অধিকার ও কর্তব্যের সনদ*-এর সাথে সঙ্গতিবিধান করে প্রদত্ত সকল অধিকার লাভ করার।

তথ্য লাভের অধিকার

ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন ও অধীনস্থ স্কুলসমূহের দায়িত্ব রয়েছে শিক্ষাগত কর্মসূচি ও সুযোগ এবং সন্তানদের লেখাপড়া সম্পর্কে প্রাপ্য সকল তথ্য পিতামাতাদের কাছে সরবরাহ করার।

পিতামাতাদের অধিকার রয়েছে:

১. স্কুল ব্যবস্থা প্রদত্ত পরিষেবা, এ সমস্ত পরিষেবা লাভের যোগ্যতা এবং সেগুলোর (যেমন যাতায়াত, খাদ্য, স্বাস্থ্য, ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী (ই.এল.এল.) শিক্ষানির্দেশনা, সংশোধন, বিশেষ শিক্ষা ইত্যাদি পরিষেবা) জন্য আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য লাভের।

২. সন্তানের শিক্ষাগত কর্মসূচি, উপস্থিতি ও আচরণ নিয়ে প্রত্যাশার বিষয়ে তথ্য লাভের।

৩. সন্তানের প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য পরিমাপে ব্যবহৃত মানদন্ড সম্পর্কে তথ্য লাভের।

৪. সন্তানের শিক্ষানির্দেশনা কর্মসূচি সম্পর্কে তথ্য লাভের।

৫. সন্তানের নথিপত্রের গোপনীয়তা সম্পর্কে চ্যান্সেলরের প্রবিধান 'এ' ৮২০ অনুযায়ী নিশ্চয়তা লাভের।

৬. সন্তানের শিক্ষাগত নথিপত্র দেখার ও পর্যালোচনা করার, অনুরোধসাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত স্কুল-কর্মীর কাছ থেকে তার

ব্যাখ্যা পাওয়ার, এ সমস্ত নথির অনুলিপি পাওয়ার, এ সমস্ত নথিপত্র চ্যান্সেলরের প্রবিধান 'এ' ৮২০ অনুসারে বাইরের কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে সরবরাহ করার অনুরোধ জানানোর এবং তাদের সাথে যোগাযোগের সূত্র কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সামরিক বাহিনীতে নিয়োগদাতার কাছে প্রকাশ না করার।

৭. পিতামাতার সাথে স্কুল, ডিস্ট্রিক্ট এবং/অথবা রিজিওন্যাল পর্যায়ের আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে এমন কোন নীতি-নির্ধারণী বা প্রবিধান সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য লাভ করার।

৮. এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজন বা অনুরোধসাপেক্ষে চ্যান্সেলরের প্রবিধান 'এ' ৬৬৩ অনুযায়ী অনুবাদ ও দোভাষী পরিষেবা লাভ করার।

সন্তানের শিক্ষায় সক্রিয় অংশ নেয়ার অধিকার

সন্তানের শিক্ষায় অর্থবহ অংশগ্রহণের সম্ভাব্য সকল সুযোগ লাভের অধিকার পিতামাতাদের রয়েছে।

পিতামাতাদের অধিকার রয়েছে:

১. সকল স্কুল কর্মীর কাছ থেকে শিষ্টাচার ও সম্মানজনক আচরণ লাভের এবং জাতি, বর্ণ, বিশ্বাস, ধর্ম, জাতিগত উৎপত্তি, যৌন মনোভাব, লিঙ্গ, বয়স, জাতীয়তা, অভিবাসনগত মর্যাদা, নাগরিকত্বের অবস্থান, বৈবাহিক অবস্থা, লিঙ্গামুখীনতা, লৈঙ্গিক পরিচিতি, প্রতিবন্ধিতা বা আর্থিক অবস্থার বিবেচনা ব্যতিরেকে সকল প্রাপ্য অধিকার ভোগ করার।

২. শিক্ষক ও অন্যান্য স্কুল কর্মীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের এবং তাদের সন্তানের প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক ও আচরণ সম্পর্কিত উদ্বেগের বিষয়ে মতবিনিময় করার।

৩. পরস্পর সম্মত নির্ধারিত সময়ে সন্তানের শিক্ষক ও প্রিন্সিপ্যালে সাথে সাক্ষাৎ করার।

৪. স্কুলে সন্তানের অগ্রগতি আলোচনার জন্য অর্থবহ প্যারেন্ট-টিচার বৈঠকে অংশ নেয়ার।

৫. স্কুলে সন্তানের প্রাতিষ্ঠানিক ও আচরণগত অগ্রগতি সম্পর্কে জানার।

৬. সন্তানের স্কুলের স্কুল নেতৃত্ব দলে কার্যকর অংশ নেয়ার মাধ্যমে স্কুল পরিচালনায় ও শিক্ষাগত নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে অনুপ্রেরণা ও সহায়তা লাভ করার।

৭. প্রতিষ্ঠিত প্রথার সাথে সঙ্গাতিবিধান করে সন্তানের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন শুনানি, সম্মেলন, সাক্ষাৎকার এবং অন্যান্য সভায় বন্ধু, উপদেষ্টা অথবা দোভাষী সাথে নিয়ে উপস্থিত হওয়ার।

৮. সুনির্দিষ্টভাবে সন্তানের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচি অথবা শৃঙ্খলাবিধানকারী কোন সভা বা কার্যাবলীতে অংশগ্রহণকালে, যদি পিতামাতা শ্রবণপ্রতিবন্ধী হন, তাহলে ঐ সভা বা কার্যাবলি শুরুর আগে লিখিতভাবে অনুরোধ জানানো সাপেক্ষে একজন দোভাষীর সাহায্য পাওয়ার, যদি দোভাষী না পাওয়া যায়, তাহলে অন্য কোন সঙ্গত ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. পিতামাতা যে স্কুল থেকে পাঠানো গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি, যেমন স্কুলের প্যারেন্ট-টিচার বৈঠক সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, ওপেন স্কুল এবং প্যারেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি পাচ্ছেন, এ বিষয়ে স্কুল কর্মীদের সম্ভাব্য সকল উদ্যোগ নেয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার।

১০. প্রদেয় ফি পরিশোধের কথা বিবেচনা ব্যতিরেকে সন্তানের স্কুলের প্যারেন্ট-টিচার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ার।

১১. স্কুলে ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে এবং পরবর্তীতে অনুরোধ করার পর, "পিতামাতার অধিকার ও কর্তব্যের সনদ", "শিক্ষার্থীর অধিকার ও কর্তব্যের সনদ" এবং শৃঙ্খলাবিধির প্রতিলিপি পাওয়ার।

১২. প্রযোজ্য রূপরেখার অধীনে স্কুল কমিটিতে অংশগ্রহণ করার।

১৩. চ্যান্সেলর ও ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্যারেন্ট অ্যাডভাইজারিতে প্রতিনিধিত্ব করার।

১৪. আইন অনুসারে প্রযোজ্য হলে কম্যুনিটি অথবা সিটিওয়াইড এডুকেশন কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচনে ভোট দেয়ার এবং সন্তানের স্কুলের প্যারেন্ট-টিচার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষ পদাধিকারী হলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার।

১৫. কম্যুনিটি এডুকেশন কাউন্সিল ও প্যানেল ফর এডুকেশন পলিসির সকল সভায় অংশ নেয়ার, যা উন্মুক্ত সভার বিধি ("দা সানশাইন ল") অনুসারে সবার জন্য উন্মুক্ত।

১৬. উন্মুক্ত সভার প্রক্রিয়া অনুসারে কম্যুনিটি এডুকেশন কাউন্সিল ও প্যানেল ফর এডুকেশন পলিসির জনসভায় বক্তৃতা দেয়ার।

অভিযোগ নথিবদ্ধ ও আপিল করার অধিকার

সন্তানদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এমন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অভিযোগ জানানো ও আপিল করার জন্য যথোপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করার অধিকার পিতামাতাদের আছে।

পিতামাতাদের অধিকার রয়েছে:

১. অসত্য, বিভ্রান্তিকর অথবা সন্তানের গোপনীয়তার অধিকার খর্বকারী কোন বিষয় সন্তানের নথিতে অর্ন্তুক্তির বিরুদ্ধে আপিল করার এবং চ্যান্সেলরের প্রবিধান 'এ' ৮২০ অনুযায়ী এমন কোন বিষয় সংশোধনের অনুরোধ জানানোর।

২. অভিযোগ নথিবদ্ধ করার যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করার অথবা যে সিদ্ধান্তকে তারা তাদের ও সন্তানের অধিকার খর্বকারী বলে মনে করেন, তার বিরুদ্ধে আপিল করার।

সকল পিতামাতার নিম্নোক্ত কর্তব্য রয়েছে:

১. সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য প্রস্তুত করে স্কুলে পাঠানো।

২. সন্তানরা যাতে স্কুলে নিয়মিত ও যথাসময়ে উপস্থিত হয় তা নিশ্চিত করা।

৩. সন্তানদের সাথে স্কুল সম্পর্কে আলোচনা করে, তাদের কাজ ও অগ্রগতির প্রতিবেদনপত্র দেখে এবং স্কুলের কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ করে সন্তানের কাজ, অগ্রগতি এবং সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

৪. সন্তানের লেখাপড়ার অগ্রগতি নিয়ে তাদের শিক্ষক ও প্রিন্সিপ্যালের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

৫. সন্তানের স্কুল থেকে কোন বার্তা পেলে তাতে সাড়া দেয়া।

৬. সন্তানকে নিয়ে স্কুলের অনুরোধে ব্যবস্থা করা সকল সভায় ও সম্মেলনে উপস্থিত হওয়া।

৭. সকল স্কুল কর্মীদের প্রতি সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শন করা।

এছাড়াও পিতামাতাদের উচিত:

১. বাড়িতে লেখাপড়ার এমন একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা যাতে সন্তান বুঝতে পারে যে, স্কুলে তাদের সাধ্যানুযায়ী কাজ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২. সমাজে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও মুল্যবোধ অর্জনের উপর বাড়িতে গুরুত্ব আরোপ করা।

৩. প্রয়োজনকালে ও সম্ভব হলে স্বেচ্ছাসেবায় সময়, দক্ষতা ও উপকরণ দিয়ে সাহায্য করা।

৪. লেখাপড়া সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে পিতামাতাদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করে, এমন স্কুল ও কম্যুনিটি কার্যক্রমে অংশ নেয়া।

৫. স্কুলের প্যারেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অথবা প্যারেন্ট-টিচার অ্যাসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য হওয়া।

৬. স্কুলের প্রত্যাশা অনুযায়ী সন্তানদেরকে তাদের কাজ, উপস্থিতি এবং আচরণের জন্য দায়িত্বশীল করা এবং ব্যক্তি, সম্পদ, নিরাপত্তা ও অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান জানানোর শিক্ষা দেয়া।